দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 SEP 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপজেলা পরিক্রমা

বরুড়া

॥ এম জি মাহ্‌ফুজ ॥

পীরকামেল হজরত হাজী ফানাউল্লাহর (রঃ) পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের পশ্চিমাংশে ও কুমিল্লা-চাঁদপুর সড়কের উত্তর পার্শস্থ বরুড়া উপজেলা সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি এলাকা। বরুড়া উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের ৩৩১ টি গ্রামে সর্বমোট ২,৫৩,৫৪৯ জন অধিবাসীর মধ্যে ১,২৭,০১৫ জনই মহিলা। অর্থাৎ জনসংখ্যার ৪৮১ জন বেশী মহিলা। ৯৭ বর্গমাইল আয়তনের এ উপজেলায় ২টি ডিগ্রী কলেজ, ২২ টি হাইস্কুল, ৬টি নিম্নমাধ্যমিক স্কুল, ১৪টি মাদ্রাসা, ১৮৫টি মক্তব, ২টি এতিমখানা, ৯৩টি সরকারী প্রাথমিক স্কুল, ৩৮১টি মসজিদ, ৯৮টি মন্দির ও ৪৫টি হাটবাজার রয়েছে।

যোগাযোগ

রাজধানী ঢাকা, বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য জেলা থেকে একমাত্র সড়কপথে এ উপজেলায় যেতে হলে লালামাই-বরুড়া সড়কের ৬ মাইল ক্ষত-বিক্ষত ও সরু পাকা রাস্তাটিতে বাস (মুড়ির টিন নামে খ্যাত), বেবী ট্যাক্সী, রিক্সা, ইত্যাদির মাধ্যমে অতিক্রম করতে হয়।

বরুড়া উপজেলা সদর থেকে উত্তরদিকে প্রায় ১০ মাইল দীর্ঘ কাঁচা রাস্তাটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চান্দিনায় মিলিত হয়েছে। অপরদিকে সোজা দক্ষিণ দিকে প্রায় ১০ মাইল দীর্ঘ কাঁচা রাস্তাটি কুমিল্লা-চাঁদপুর সড়কের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্র মুজাফফরগঞ্জে এবং একইভাবে পশ্চিমদিকে ঝলম হয়ে ১২ মাইল দীর্ঘ কাঁচা রাস্তাটি চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলা সদরে মিলিত হয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

বরুড়া উপজেলায় শিক্ষিতের হার ২১%। ফলে, এলাকাটি কুমিল্লা জেলা সদরের নিকটবর্তী হয়েও অনুন্নত। এখানে ২টি কলেজের মধ্যে একটিকে সরকারীকরণ করা হয়েছে। ২১টি হাইস্কুলের মধ্যে ১৮টি এবং ৯৩টি প্রাইমারী স্কুলের মধ্যে প্রায় ৬০টির অবস্থাই করুণ। সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতেও অব্যবস্থা রয়েছে। সুষ্ঠুভাবে রুটিন মোতাবেক লেখাপড়া হচ্ছে না, শিক্ষকগণ নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না, ছাত্রসংখ্যানুপাতে শিক্ষকের ব্যবস্থা নেই, পর্যাপ্ত আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাবই চরম অব্যবস্থার অন্যতম কারণ।

পল্লীবিদ্যুৎ

বরুড়া উপজেলার অন্যতম প্রধান সমস্যার মধ্যে কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির 'আলো আঁধারে বিদ্যুতের খেলা' ও এর নিয়মিত বিভ্রাটই অন্যতম। প্রায় প্রতিদিন ৫০/৬০ বার বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলায় সমগ্র এলাকায় অসহনীয় পরিবেশ বিরাজ করে। এ অবস্থায় বিদ্যুৎচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্প, গভীর নলকূপ, মিলকারখানা এবং ব্যবসাকেন্দ্রসমূহে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়।

জনস্বাস্থ্য

এ উপজেলার সকল এলাকাতেই বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আড়াই লক্ষাধিক জনগণের জন্য মাত্র ১৬৮০টি নলকূপ রয়েছে। তার মধ্যে ৩৫০টি অচল। জনসংখ্যানুপাতে আরও অন্ততঃ দু'হাজার নলকূপ বসানো একান্তভাবেই প্রয়োজন।

উপজেলা সদর বরুড়ায় ৩১ বেডের একটি সুদৃশ্য হাসপাতালের অস্তিত্ব থাকলেও জটিল ও মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক কোন ব্যবস্থা নেই, নেই ঔষধপত্র, সেলাইন, রক্ত, অক্সিজেন ও এ্যাম্বুল্যান্স।

হাটবাজার

বরুড়া বাজারসহ উপজেলার প্রায় ৪৫ টি হাটবাজারের অবস্থা করুণ। অপরিকল্পিতভাবে দোকান ঘর তৈরী, ড্রেন না থাকা, ফুটপাথ ও রাস্তার উপরে দোকানের পসরা সাজানো, টয়লেট ও প্রস্রাবখানা না থাকায় বাজারসমূহে পুঞ্জিভূত সমস্যা বিদ্যমান।

অন্যান্য সমস্যা

বরুড়া উপজেলায় আবাসিক সংকট প্রকটভাবে রয়েছে। উপজেলার শিক্ষা, রাজস্ব, ক্ষুদ্র, শিল্প, পরিসংখ্যান, ভিডিপি ও আনসার, পোষ্ট এবং টেলিফোন, ইত্যাদি অফিসসমূহ উপজেলা কমপ্লেক্স থেকে বেশ দূরে থাকায় প্রশাসনিকভাবে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে বলে জানা যায়। বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পর্যাপ্ত আবাসিক ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা প্রত্যহ দূর-দূরান্ত থেকে অফিসে যাতায়াত করছেন।